রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

১৩

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জানুয়ারি ১৩, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৪ পৌষ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ/০৭ জানুয়ারি, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

নং ০১-প্রম/১-ভাষান্তর-০২২/২০১৪/ডি-৩/সিসি-অনুবাদ-২০১৫—সরকারি কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবন্টন) এর আইটেম ২৯(খ) এর ক্রমিক ৫ ও ৮ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিগত ০৩-০৭-২০০০ ইং তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্তে "ক্যাডেট কলেজ অধ্যাদেশ, ১৯৬৪ (১৯৬৪ সনের ২ নং অধ্যাদেশ)" বাংলা অনুবাদ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল।

মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন
সহকারী সচিব।

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

ক্যাডেট কলেজ অধ্যাদেশ, ১৯৬৪

১৯৬৪ সনের ২ নং অধ্যাদেশ

[৩০ জুন, ১৯৬৪]

বাংলাদেশে ক্যাডেট কলেজ প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত অধ্যাদেশ [১]*[২]#

যেহেতু বাংলাদেশে ক্যাডেট কলেজ প্রতিষ্ঠাকল্পে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু পূর্বপাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ অধিবেশনে নাই এবং গভর্নরের নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, বিরাজমান পরিস্থিতিতে অবিলম্বে আইন প্রণয়ন জরুরি;

সেহেতু এক্ষণে, ইসলামি প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭৯ দ্বারা অর্পিত ক্ষমতা এবং এতদুদ্দেশ্যে তাহাকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতাবলে গভর্নর নিম্নবর্ণিত অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, ব্যাপ্তি ও প্রবর্তন।**—(১) এই অধ্যাদেশ [৩][***] ক্যাডেট কলেজ অধ্যাদেশ, ১৯৬৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা বাংলাদেশের সর্বত্র প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসংঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে,—

(ক) **"ক্যাডেট"** অর্থ কলেজের একজন শিক্ষার্থী ;

(খ) **"কলেজ"** অর্থ এই অধ্যাদেশের ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন ক্যাডেট কলেজ;

[৪][(খখ) **"ক্যাডেট কলেজ পরিষদ"** অর্থ এই অধ্যাদেশের ধারা ৪ক এর অধীন গঠিত ক্যাডেট কলেজ পরিষদ;]

(গ) **"পরিচালনা পরিষদ"** অর্থ ক্যাডেট কলেজ পরিচালনা পরিষদ;

(ঘ) **"প্রবিধান"** অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক প্রণীত প্রবিধান; এবং

(ঙ) **"বিধি"** অর্থ ক্যাডেট কলেজ পরিষদ কর্তৃক প্রণীত বিধি।

৩। **ক্যাডেট কলেজ প্রতিষ্ঠা।**—(১) এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের পর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, উপযুক্ত মনে করিলে, যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত তারিখে বা তারিখসমূহে এক বা একাধিক এলাকায় এক বা একাধিক ক্যাডেট কলেজ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

---

[১] বাংলাদেশ (এ্যাডাপ্টেশন অব এক্সিসটিং লজ) অর্ডার, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্টপতির আদেশ নং ৪৮) এর অনুচ্ছেদ ৫ দ্বারা এই অধ্যাদেশের সর্বত্র "পূর্ব পাকিস্তান" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ" শব্দটি প্রতিস্থাপিত।

[২] ক্যাডেট কলেজ অধ্যাদেশ (সংশোধন) আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২সনের রাষ্টপতির আদেশ নং ৮৯) এর অনুচ্ছেদ ২ দ্বারা এই অধ্যাদেশের সর্বত্র "প্রাদেশিক সরকার" শব্দগুলির পরিবর্তে "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৩] বাংলাদেশ (এ্যাডাপ্টেশন অব এক্সিসটিং লজ) অর্ডার, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্টপতির আদেশ নং ৪৮) এর অনুচ্ছেদ ৬ দ্বারা "পূর্ব পাকিস্তান" শব্দগুলি বিলুপ্ত।

[৪] ক্যাডেট কলেজ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭০ (১৯৭০ সনের পূর্ব-পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ২) এর ধারা ৩ দ্বারা দফা (খখ) সন্নিবেশিত।

(২) প্রত্যেক কলেজ উক্ত ক্যাডেট কলেজের নামে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে, এবং উহা স্বীয় নামে মামলা করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে উহার বিরুদ্ধেও মামলা করা যাইবে; এবং উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকারের সম্পত্তি অর্জন ও ধারণ করিবার এবং, নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, তৎকর্তৃক ধারণকৃত সম্পত্তি হস্তান্তর ও চুক্তি করিবার এবং, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(৩) প্রজ্ঞাপনে নির্দিষ্টকৃত স্থানে কলেজের সদর দপ্তর অবস্থিত হইবে।

৪। **কলেজের ক্ষমতা ও কার্যাবলি**।—কলেজ নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবে, যথা :—

(ক) সুস্থ সংস্কারমুক্ত পাবলিক স্কুল শিক্ষা (Sound liberal public school education) প্রদান;

(খ) ক্যাডেটদের প্রাথমিক সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান;

(গ) বিদ্যার্জনের যে যে শাখায় পাঠ দান করা কলেজ কর্তৃক উপযুক্ত বিবেচিত হইবে, সেই সেই শাখায় পাঠ দান;

(ঘ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে কলেজের লক্ষ্যকে প্রাগ্রসর করিবার জন্য এইরূপ অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন ও যে কোন কিছু করা, উহা পূর্বোক্ত ক্ষমতার আনুষঙ্গিক হউক বা না হউক; এবং কলা, বিজ্ঞান ও বিদ্যার্জনের অন্যান্য শাখার চর্চা ও প্রণোদনা।

[১][২][৪ক। **ক্যাডেট কলেজ পরিষদের গঠন**।—ক্যাডেট কলেজ পরিষদ নিম্নোক্তভাবে গঠিত হইবে, যথা :—

সভাপতি

(ক) সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;

সদস্যবৃন্দ

(খ) সভাপতি, পরিচালনা পরিষদ, পদাধিকারবলে;

(গ) অতিরিক্ত সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;

(ঘ) যুগ্মসচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (শিক্ষা বিভাগ), পদাধিকারবলে;

[৩][(ঙ) পরিচালক, সামরিক শিক্ষা (Army Education), বাংলাদেশ সেনাবাহিনী (Bangladesh Army) পদাধিকারবলে;]

---

[১] ক্যাডেট কলেজ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭০ (১৯৭০ সনের পূর্ব-পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ২) এর ধারা ৪ দ্বারা ধারা ৪ক, ৪খ ও ৪গ সন্নিবেশিত।

[২] ক্যাডেট কলেজ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সনের অধ্যাদেশ নং ১০) এর ধারা ২ দ্বারা ধারা ৪ক প্রতিস্থাপিত।

[৩] ক্যাডেট কলেজ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ (১৯৭৮ সনের অধ্যাদেশ নং ২৮) এর ধারা ২ দ্বারা দফা (ঙ) প্রতিস্থাপিত।

(চ) বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রধান কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(ছ) বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধান কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(জ) পরিচালক, জনশিক্ষা (Public Instruction), পদাধিকারবলে;

(ঝ) অধ্যক্ষ, ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, পদাধিকারবলে;

(ঞ) অধ্যক্ষ, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, পদাধিকারবলে;

(ট) অধ্যক্ষ, ময়মনসিংহ ক্যাডেট কলেজ, পদাধিকারবলে;

(ঠ) অধ্যক্ষ, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, পদাধিকারবলে;

সদস্য-সচিব

(ড) যুগ্মসচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে।]

৪খ। ক্যাডেট কলেজ পরিষদের সভা।—(১) ক্যাডেট কলেজ পরিষদ সাধারণভাবে প্রতি বৎসর দুইবার ঢাকায়, সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে, সভায় মিলিত হইবে।

(২) সভাপতি, প্রয়োজন মনে করিলে, ক্যাডেট কলেজ পরিষদের বিশেষ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

৪গ। **ক্যাডেট কলেজ পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব।**—(১) ক্যাডেট কলেজ পরিষদ নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবে, যথা:—

(ক) তহবিলে সংকুলান হওয়া সাপেক্ষে, শিক্ষক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বেতনস্কেল নির্ধারণ;

(খ) ক্যাডেট কলেজের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দায়িত্ব ও চাকরির শর্তাবলি নির্ধারণ;

(গ) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, সকল শ্রেণির জন্য পাঠ্যক্রম (courses of study) নির্ধারণ;

(ঘ) ক্যাডেট কলেজের বার্ষিক হিসাব, স্থিতিপত্র এবং বার্ষিত বাজেট প্রাক্কলন বিবেচনা ও অনুমোদন;

(ঙ) ক্যাডেটদেরকে প্রদেয় বৃত্তি নির্ধারণ;

(চ) ক্যাডেট কলেজে ক্যাডেট ভর্তি নিয়ন্ত্রণ; [১][***]

(ছ) সকল ক্যাডেট কলেজের ক্ষেত্রে অভিন্ন অন্য যে কোন কিছু করা [২][; এবং]

[৩][(জ) কলেজসমূহের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নিয়োগ।]

(২) এই ধারার উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কার্যাবলি যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে পরিষদ, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি সাপেক্ষে, বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।]

[৪][৫। **পরিচালনা পরিষদের গঠন।**—পরিচালনা পরিষদ নিম্নোক্তভাবে গঠিত হইবে, যথা:—

সভাপতি

[৫][(ক) অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, পদাধিকারবলে;]

---

[১] ক্যাডেট কলেজ অধ্যাদেশ (সংশোধন) আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৮৯) এর অনুচ্ছেদ ৪ দ্বারা "এবং" শব্দটি বিলুপ্ত।

[২] ক্যাডেট কলেজ অধ্যাদেশ (সংশোধন) আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৮৯) এর অনুচ্ছেদ ৪ দ্বারা "; এবং" সেমিকোলন ও শব্দটি দাঁড়ির পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[৩] ক্যাডেট কলেজ অধ্যাদেশ (সংশোধন) আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৮৯) এর অনুচ্ছেদ ৪ দ্বারা দফা (জ) সন্নিবেশিত।

[৪] ক্যাডেট কলেজ (সংশোধন) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ২০ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা ধারা ৫ প্রতিস্থাপিত।

[৫] ক্যাডেট কলেজ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯(১৯৭৯ সনের ১৩ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা দফা (ক) প্রতিস্থাপিত।

সদস্যবৃন্দ

(খ) বিভাগীয় কমিশনারের একজন প্রতিনিধি;

(গ) উপ-পরিচালক, বিভাগীয় জনশিক্ষা, পদাধিকারবলে;

(ঘ) স্থানীয় ব্রিগেড কমান্ডার, পদাধিকারবলে;

সদস্য-সচিব

(ঙ) কলেজের অধ্যক্ষ, পদাধিকারবলে।]

৬। **পরিচালনা পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব**।—(১) পরিচালনা পরিষদ কলেজের নির্বাহী পরিষদ হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবে, এবং এই অধ্যাদেশের অন্যান্য বিধান ও ক্যাডেট কলেজ পরিষদকে প্রদত্ত ক্ষমতা সাপেক্ষে, কলেজের কার্যক্রম, বিষয়াদি ও সম্পত্তির সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান করিবে। কলেজের যাবতীয় পরিসম্পদ পরিচালনা পরিষদের অধীন ন্যস্ত থাকিবে।

(২) এই অধ্যাদেশের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, পরিচালনা পরিষদ নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবে, যথা:—

(ক) কলেজের সম্পত্তি ও তহবিল ধারণ, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা;

(খ) কলেজের সাধারণ সিলমোহরের আকৃতি নির্ধারণ এবং উহার হেফাজত ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ;

(গ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট কলেজের আর্থিক চাহিদার একটি পূর্ণ বার্ষিক বিবরণী পেশ;

(ঘ) সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে কলেজে ন্যস্ত যে কোনো তহবিলের তত্ত্বাবধান;

(ঙ) কলেজের পক্ষে যে কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর;

[১][(চ) এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি সাপেক্ষে, অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ ব্যতীত, সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ এবং তাহাদের পদের সাময়িক শূন্যতা পূরণের ব্যবস্থা;]

(ছ) কলেজের উন্নতির প্রস্তাব বিবেচনা ও পরীক্ষা করিবে এবং এতৎসম্পর্কিত উদ্যোগ গ্রহণ;

[২][***]

(ঝ) বাৎসরিক প্রতিবেদন, হিসাব এবং আর্থিক প্রাক্কলন সম্পর্কিত প্রস্তাবসমূহ (resolutions) বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত মনে করিলে, উহা অনুমোদন; এবং

(ঞ) এই অধ্যাদেশ বা প্রবিধান দ্বারা উহার উপর অর্পিত বা আরোপিত অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ, দায়িত্ব পালন ও কার্য সম্পাদন।

৭। **পরিচালনা পরিষদ রদ (supersede) করিবার ক্ষমতা**।—পরিচালনা পরিষদ যথাযথভাবে উহার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইয়াছে এইরূপ বিবেচনা করিলে, [৩][গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার], সরকারি গেজেটে আদেশ দ্বারা, পরিচালনা পরিষদ রদ করিতে পারিবে।

---

[১] ক্যাডেট কলেজ অধ্যাদেশ (সংশোধন) আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৮৯) এর অনুচ্ছেদ ৬ দ্বারা দফা (চ) প্রতিস্থাপিত।

[২] ক্যাডেট কলেজ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭০ (১৯৭০ সনের পূর্ব-পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ২) এর ধারা ৬ দ্বারা দফা (জ) বিলুপ্ত।

[৩] বাংলাদেশ (এ্যাডাপ্টেশন অব এক্সিসটিং লজ) অর্ডার, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৪৮) এর অনুচ্ছেদ ৯ দ্বারা "পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর" শব্দগুলির পরিবর্তে "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

৮। **বার্ষিক প্রতিবেদন**।—(১) পরিচালনা পরিষদের নির্দেশনায় কলেজের একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিয়া সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবর্ষ সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট পেশ করিতে হইবে।

(২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বার্ষিক প্রতিবেদনের উপর সুপারিশমালা তৈরী করিয়া উহা পরিচালনা পরিষদকে অবহিত করিতে পারিবে, এবং পরিচালনা পরিষদ, যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে তৎকর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করিবে।

৯। **বার্ষিক হিসাব**।—(১) পরিচালনা পরিষদের নির্দেশনায় কলেজের বার্ষিক হিসাব ও স্থিতিপত্র তৈরী করিয়া উহা বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য ক্যাডেট কলেজ পরিষদে দাখিল করিতে হইবে।

(২) কলেজের হিসাবসমূহ বাংলাদেশের মহা-হিসাবরক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষিত হইবে, এবং পরিচালনা পরিষদের মতামতসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদনটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট অনুমোদনের জন্য দাখিল করিতে হইবে।

(৩) পরিচালনা পরিষদ বার্ষিক বাজেট প্রাক্কলন প্রস্তুত করিয়া বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য ক্যাডেট কলেজ পরিষদের নিকট দাখিল করিবে।

(৪) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ক্যাডেট কলেজসমূহ কর্তৃক যেরূপ নির্ধারিত হইবে, উহাদিগকে প্রতি বৎসর সেইরূপ পরিমাণ অর্থ প্রদান করিবে।

১০। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, কলেজের পরিচালনা পরিষদ, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১১। **পদ শূন্যতার কারণে কলেজ কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম অসিদ্ধ নহে**।—কেবল কলেজের পরিচালনা পরিষদের এক বা একাধিক সদস্যপদ শূন্য থাকিবার কারণে উহার কোন কার্য বা কার্যধারা অসিদ্ধ হইবে না।

১২। **জটিলতা নিরসনের ক্ষমতা**।—যদি কলেজ বা কলেজের পরিচালনা পরিষদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, অথবা এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি প্রথম কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে, কোনরূপ জটিলতা উদ্ভূত হয়, তাহা হইলে [১][গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার], আদেশ দ্বারা, উহার নিকট প্রয়োজনীয় বা সমীচীন বলিয়া প্রতীয়মান হয় এইরূপ কোনো নিয়োগ প্রদান বা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে, এবং উক্তরূপ প্রতিটি আদেশ এইরূপভাবে কার্যকর হইবে, যেন এই অধ্যাদেশের বিধান অনুসারে উক্ত নিয়োগ প্রদান বা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

১৩। [**রহিতকরণ ও সংরক্ষণ**।—পূর্ব-পাকিস্তান রহিতকরণ ও সংশোধন অধ্যাদেশ, ১৯৬৬ (১৯৬৬ সনের পূর্ব-পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ১৩) এর ধারা ৩ ও দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা রহিত।]

---

[১] বাংলাদেশ (এ্যাডাপ্টেশন অব এক্সিসটিং লজ) অর্ডার, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৪৮) এর অনুচ্ছেদ ৯ দ্বারা "গভর্নর" শব্দের পরিবর্তে "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd